জীবননগর দুই জনের জেলসহ চার জনের জরিমানা

জীবননগর ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালিয়ে দুই জনের জেলসহ চার জনের জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম মুনিম লিংকন ভ্রাম্যামাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় মাদক সেবন করার অপরাধে জীবননগর উপজেলার বাঁকা গ্রামের মৃত খোকাই মৃধার ছেলে শুকুর আলীকে (৬৫) ১৫ দিনের কারাদন্ড ও ১৫০টাকা জরিমানা এবং জীবননগর পৌর সভার লক্ষীপুর গ্রামের মৃত ছানোয়ার আলীর ছেলে জিন্নাত আলী খানের (৫৫)৭দিনের কারাদন্ড ও ৪শ টাকা জরিমানা করেন ।

একই দিনে প্রান্তিক কৃষকদের অভিযোগের ভিক্তিত্বে জীবননগর উপজেলার কে.ডি.কে ইউনিয়নের কাশিপুর গ্রামের দুটি কীটনাশকের দোকেন অভিযান চালিয়ে ভেজাল কীটনাশক বিক্রি করার অপরাধে আসাদুজ্জামান ও উজ্বল হোসেনকে নগদ ৪হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

জীবননগরের মাধবপুরে বসত বাড়িতে আগুন

জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে শত্রুতা মূলক ভাবে এক অসহায় ব্যক্তির বসত বাড়িতে আগুন দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে ।

জানাযায় , হাসাদাহ ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের মৃত রব্বানী মন্ডলের ছেলে মুক্তার আলী একই গ্রামে বসবাসকারী মৃত তৈয়ব আলীর কাছ থেকে আর .এস খতিয়ানের ৬৪৪ নং দাগে ৯ শতক এবং ১৪৮৪ দাগে ২ শতক মোট ১১

শতক জমি ক্রয় করেন ।

ক্রয় সূত্রে মুক্তার আলী তৈয়ব আলীর কাছ থেকে ১১/৮/১৯৮৪ সালে রিজিষ্ট্রি করেন যার দলিল নং ৮৩৮ রিজিষ্ট্রির পর থেকে জমিটি মুক্তার আলীর দখলেই ছিল। সম্প্রতি তৈয়ব আলীর ছেলেরা এসে ঐ জমির ফের মালিকানা দাবি করলে সমস্যা সৃষ্টি হয় ।

বিষয়টি নিয়ে মুক্তার আলীর ছেলে নুর-মুহাম্মদের সাথে কথা বললে তিনি বলেন যে, আজ তেকে ২৫ বছর আগে আমার পিতা মুক্তার আলী আমাদের গ্রামের তৈয়ব আলীর কাছ ১১ শতক জমি ক্রয় করেন । সেই থেকে জমিটি আমাদের দখলেই আছে কিন্তু জমিটি সেই সময় খারিজ না করাই সম্প্রতি সময়ে গত বছর খারিজ করতে গেলে তৈয়ব আলীর ছেলে দুদু, সবুজ এবং সুজন আমাদের সাথে ঝামেলা সৃষ্টি করেন এবং জমিটি তার জোর পূর্বক দখল করে নিতে চান ।

বর্তমানে সেই জমিতে আমাদের বসতবাড়ী কিন্তুু হঠাৎ একদিন তৈয়ব আলীর ছেলে দুদু, সুজন, এবং সবুজ আমাদের বসবাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেন এ সময় আমরা বাধা সৃষ্টি করলে দুদু, সুজন এবং সবুজ আমাকে এবং আমার বৃদ্ধ পিতা মুক্তার আলী সহ আমার ছেলে আশান এবং হাচানকে মেরে রক্তাক্ত করেন। এ সময় পাড়া প্রতিবেশিরা এসে আমাদের কে উদ্ধার করে জীবননগর সাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে জান ।

পরে কোন উপায় না পেয়ে আমাদের জীবনের ঝুকি থাকাই জীবননগর থানাই উপরোক্ত দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। বিষয়টি নিয়ে অভিযুক্তদের সাথে কথা বললে তারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন । বর্তমানে এই পরিস্থিতি ঐ গ্রামের সকলেই আতংকের মধ্যেই আছে, না জানি কখোন কার কি হয় ।

চুয়াডাঙ্গা ধর্ষণ মামলা আসামীর শাস্তির দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার মুক্তারপুর গ্রামে অস্টম শ্রেণীর এক ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় সুষ্ঠু বিচার ও শাস্তির দাবিতে সংবাদ

সম্মেলন ও জেলা প্রশাসক বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করেছে ভুক্তভোগি পরিবার। মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ওই ছাত্রীর পিতা। সংবাদ সম্মেলনের পর চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্বপরিবারে উপস্থিত হয়ে স্মারকলিপি প্রদান করে তাঁরা। এ সময় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের পক্ষে স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন নেজারত ডেপুটি কালেক্টর আমজাদ হোসেন। তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

এদিকে, সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ও জেলা প্রশাসক বরাবর দেওয়া স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, গত ২৬ এপ্রিল বিকেলে জীবননগর কুলতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. আল মামুন নিজ বাড়িতে প্রাইভেট পড়ানোর একফাঁকে কৌশলে ওই ছাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এবং ঘটনার কথা প্রকাশ করলে প্রাণনাশের হুমকী দেয়। ওই ছাত্রী বাড়ি এসে তার মাকে ঘটনা জানায়। এরপর জীবননগর থানায় একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলায় আসামী আল মামুন জামিনে মুক্তি পেয়ে বর্তমানে প্রাণনাশের হুমকী দিচ্ছে ওই পরিবারটিকে।

পরিবারটি আরো অভিযোগ করে, ওই মামলার স্বাক্ষিগণকে বিভিন্নভাবে হুমকি-ধামকি দিচ্ছে ধর্ষক আল মামুন। এমনকি স্বাক্ষিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা জিডি পর্যন্ত করেছে। বিভিন্ন সময় ভুক্তভোগী পরিবারের ওপরে বিভিন্নভাবে হুমকি ধামকি দেওয়ার অভিযোগ করে ওই ছাত্রির পিতার স্বাক্ষরিত লিখিত বক্তব্যে ও জেলা প্রশাসক বরাবর দেওয়া স্মারকলিপিতে আরো অভিযোগ করা হয়, ভিকটিমের এম.সি রিপোর্ট চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে ১৩৬৪ নং স্মারকে থানার উদ্দেশ্যে ছাড়ার ঘটনা থানা কতৃপক্ষ অস্বিকার করছে। পরে আবার নতুন করে ভিকটিম ও ভিকটিমের বাবাকে পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যেয়ে জোর করে টিপ সইসহ স্বাক্ষর করে নিয়েছে। এভাবে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে তাঁদেরকে। ক্ষতিগ্রস্থা পরিবার মামলার আসামীর বিরুদ্ধে সুষ্ঠ বিচার ও শাস্তির দাবি করেছেন।

দর্শনায় নদীতে গোসল করতে নেমে এক বৃদ্ধা দুইদিন ধরে নিখোঁজ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার কামারপাড়া বারাদিতে ওয়াজেদ আলী
(৬৫) নামের এক বৃদ্ধা মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে নেমে দুই দিনেও সন্ধান মেলেনি।

এ ঘটনায় দর্শনা লোকনাথপুর ফায়ার সার্ভিসের চৌকস দল পরিদর্শন করেছেন পরিদর্শন শেষে এ বিষয়ে সাব অফিসার হাবিবুর রহমান বলেন, দর্শনা থানার সীমান্তবর্তী এলাকা কামারপাড়া বারাদির বিজিবি ক্যাম্পের পাশে গত ২১ তারিখ সোমবার ওয়াজেদ আলী (৬৫) একজন বৃদ্ধা দুপুর ২ টায় মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে দুই দিন ধরে নিখোঁজ হয়।

স্থানীয় এলাকাবাসী নদীতে অনেক খোজাখুজির পরেও তার কোনো খোঁজ পায়নি। পরে ২২ তারিখ মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় লোকজন খোঁজাখুঁজি সময় একজনের পায়ে বাদে এরপর ও তারা তাকে উদ্ধার করতে পারেনি, আর বিষয়টি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত বলে পরবর্তীতে আর কোন খোঁজার সুযোগ হয়নি।

বিজিবি ক্যাম্প ইনচার্জ বলেন, এটি একটি আন্তর্জাতিক বিষয় উপর লেভেলের অনুমতি ছাড়া এই কাজ করা সম্ভব নয় ।

ফায়ার সার্ভিসের সাব অফিসার হাফিজুর রহমান বলেন, এখানকার পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে লাশটি ভেসে ভারতে চলে গেছে এজন্য আমি আমার উপরের লেভেলের কর্মকর্তার সাথে কথা বলে এখন আমি আমার কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছি।

এ বিষয়ে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের কামারপাড়া বারাদি বিজিবি ক্যাম্প সংলগ্ন পিতা মৃত আক্কাচ আলী মন্ডল এর ছেলে ওয়াজেদ আলী বাড়ি থেকে দুপুর দেড়টার সময় বের হয়ে মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে যায় তার আসতে দেরি হয় দেখে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয় কিন্তু তার কোন খোঁজ মেলেনি, পরিবারে বইছে শোকের ছায়া।

দর্শনা থানার ওসিকে প্রেসক্লাবের শুভেচ্ছা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান কাজল চতুর্থ বারের মতো চুয়াডাঙ্গা জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ হিসেবে মনোনীত হওয়ায় দর্শনা প্রেসক্লাবে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাবের নিজস্ব হলরুমে তাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়। গত শনিবার চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের গ্রীল সেটে মাসিক কল্যাণ সভা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জুলাই ও আগস্ট ২০২০ মাস সহ আগামী দিনগুলোতে ও এই সফলতা ধরে রাখার জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলার মানবিক পুলিশ সুপার জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম ওসি মাহবুবুর রহমান কাজল অফিসার ইনচার্জ দর্শনা থানা এর হাতে উপহার হিসেবে ক্রেস্ট এবং নগদ ২০,০০০ টাকা এবং সম্মাননা সার্টিফিকেট তুলে দেন।

শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানটি দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্হিত ছিলেন চারবারের শ্রেষ্ঠ মনোনীত দর্শনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান কাজল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন দর্শনা থানার ওসি (তদন্ত) শেখ মাহবুবুর রহমান ছিলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সেক্রেটারি আওয়াল হোসেন, মাই টিভির চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি ইকরামুল হক পিপুল, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার দর্শনা ব্যুারো প্রধান আহসান হাবীব মামুন, হারুন আর রশিদ রাজু,হানিফ মন্ডল, জাহিদুল ইসলাম, সুমন,মেহেদি হাসান,রয়েল,আব্দুর রহমান অনিক,আব্দুল হান্নান,বাধন,রিফাত, কচি, আফজালুল হক বাদল, ফরহাদ হোসেন সহ দর্শনা প্রেসক্লাবের সকল সাংবাদিক বৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় ক্যাপ্টেন শাহীনের স্মরনসভা করলো ‘ব্লুজম গার্ডেন’

আলমডাঙ্গায় অকাল প্রয়াত মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন শাহীনুল ইসলাম শাহীনের স্মরণসভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে শহরের থানাপাড়া কমিউনিটি সেন্টারে মরহুম শাহীনের এসএসসি ব্যাচ- ১৯৮৭’র বন্ধুদের গড়া বন্ধু সংগঠন ‘ব্লুজম গার্ডেন’ স্মরণসভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে মরহুম শাহীনের বড় ভাই ও সংগঠনের বন্ধু-বান্ধবীরা উপস্থিত ছিলেন।

বন্ধু সংগঠন ব্লুজম গার্ডেনের সভাপতি আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে স্মরণসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রয়াত শাহীনের বড় ভাই শহিদুল ইসলাম। তিনি স্মরণসভায় তার ছোটভাই শাহীন সম্পর্কে বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন শাহীনকে স্মরন করতে যাওয়া তার বাল্যবন্ধু ব্লুজম গার্ডেনের সাধারন সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনিও।

স্মরণসভায় একে একে বন্ধুরা অকালে হাঁরিয়ে যাওয়া তাদের বন্ধু শাহীনকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে থাকেন। স্কুল-কলেজে শাহীনকে নিয়ে আনন্দ-বেদনার গল্প বলতে গিয়ে সব বন্ধুদেরই অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। সেদিনের কলেজ ক্যাম্পাসের উচ্ছল তরুন শাহীন সবাইকে ফেলে অকালেই না ফেরার দেশে চলে গেছেন। এটা মানতে বন্ধুদের খুব বেশী কষ্ট হয়। সব বন্ধুদের স্মৃতিচারনে ঘূরেফিরে তাদের সেই কষ্টের কথাই বারেবারে উঠে আসে।

উল্লেখ্য, ব্লুজম গার্ডেনের অন্যতম বন্ধু ক্যাপ্টেন শাহীনুল ইসলাম শাহীনের কর্মজীন ছিল সাগর-মহাসাগনের অথৈই জলে। তিনি এ জাহাজ সে জাহাজে করে ঘুরে বেড়াতেন পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। পৃথিবীর দিকদিগন্ত ঘুরে চলতি সালের ১৭ এপ্রিল সাগরের বুকে জাহাজেই তিনি স্ট্রোক করে অকালে প্রাণ হারান। ব্লুজম গার্ডেন হারায় এক অকৃত্রিম বন্ধু।

হাসাদাহ প্রেসক্লাবের উদ্দ্যোগে তালের বীজ রোপণ

জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ প্রেসক্লাবের উদ্দ্যেগে হাসাদাহ তালপুকুর নামক স্থানে রাস্তার দুই পাশে তালের বীজ রোপণ করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সভাপতি ডি.এম. মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান রিপন, সহ-সভাপতি সামছুল আলম , কোষাধাক্য বদরুজ্জামান শ্যামল, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মুন্সি কবির হোসেন, দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক আল আমিন, নির্বাহী সদস্য কবির আহম্মদ, বিপলুর রহমান, লিমন হোসেন।

আরো উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, সাকিল আহমেদ, রুমন খান এবং এলাকার আরো অনেকেই ।

উপস্থিত সকলেই বলেন, তাদের এই তাল বীজ রোপণের কাজ অব্যাহত থাকবে।

জীবননগরে স্কুল ছাত্রীসহ দুইজনকে পিটিয়ে জখম

জীবননগরে পূর্বশত্রুতার জের ধরে বসত বাড়িতে হামলা এবং স্কুল ছাত্রীসহ দুইজনকে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে। গত রবিবার রাতে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে ।

আহতরা হলে হরিপুর গ্রামের কিনার উদ্দিনের ছেলে রতন (২২) , কিনার উদ্দিনের মেয়ে ৯ম শ্রেনির ছাত্রী রত্না খাতুন (১৫)।

আহত রতন হোসেন অভিযোগ করে বলেন, পাশের বাড়ির আয়ুব আলীর ছেলে জালালের বাড়ির সমস্ত ময়লা আবর্জনা আমাদের বাড়ির মধ্যে ফেলে, আমি তাদের নিষেধ করলে জালাল তার ভাই দুলাল ও সালাল, লাটি ও দেশীয় হাসুয়া নিয় আমাদের বাড়িতে এসে টিনের ঘরে কোপ মারে এবং আমাকে মারধর করে।

এ সময় আমার বোন ঠেকাতে এলে তাকেও মারধর করে। এক পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ ছুটে আসলে তারা পালিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে জালাল উদ্দিন বলেন, আমি কাউকে মারধর করিনি, আমার বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ করেছে তা সম্পন্ন মিথ্যা । বরং তারা আমাদের উপর হামলা করেছে।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, হরিপুর গ্রামে যে ঘটনা ঘটেছে এ বিষয়ে উভয় পক্ষ থানায় অভিযোগ করেছে, ঘটনাটি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

জীবননগরে পুকুরে ডুবে মাদরাসা শিক্ষার্থীর মৃত্যু

জীবননগরে পুকুরের পানিতে ডুবে এক মাদরাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর ১ টার সময় জীবননগর পৌর সভার ৩নং ওর্য়াড রাজনগর পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মাদরাসা ছাত্র রাজনগর পাড়ার আঃ জলিলের ছেলে আব্দুল্লাহ (০৯। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতি দিনের ন্যায় গতকাল দুপুরে বন্ধুদের সাথে খেলা করছিল, এ সময় বাড়ির পাশে একটি পুকুরের মধ্যে পড়ে যায়।

বন্ধুরা চিৎকার করলে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে পানির মধ্যে থেকে গুরুত্বর আহত অবস্থায় মাদরাসা ছাত্র আব্দুল্লাহকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্ের নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [

ওঠে তিনি ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরবরাহ না করে খোলা বাজারে বিক্রি করে কয়েক কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এই অভিযোগের পর দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্তের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

স্টোর কিপার পিয়াসের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রেক্ষিতে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপারদের বক্তব্য নেয়ার জন্য অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দিন নির্ধারন করে নোটিশ দেন। সম্প্রতি সদর হাসপাতালের স্টোর কিপার হাদিউজ্জামান, জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপার শামসুল হক, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপার হুমায়ুন কবীর ও আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপার জহুরুল হক কুষ্টিয়ার দুদক সমন্বিত কার্যালয়ে তাদের স্ব স্ব বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

সূত্র জানায়, সিভিল সার্জন অফিসের স্টোর কিপার পিয়াসের কার্যালয় এতটা বছর স্থানীয় উশৃংখল যুবকদের আড্ডা ও নেশাখানা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। দিনের বেলাতেও চলে আসছে ফেন্সিডিলের আসর। যাকে তাকে অপমান করাই হচ্ছে পিয়াসের প্রথম কাজ। সিভিল সার্জন অফিসের কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পান না। এমনকি সিভিল সার্জনও না। স্টোর কিপার পিয়াসের সব অপকর্ম চোখে দেখেও ভয়ে সবাই না দেখার ভান করে চলেন। সূত্র জানায়, পিয়াস এ পর্যন্ত ৮ থেকে ১০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তে সব বেরিয়ে আসবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো।

এ ব্যাপারে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের স্টোর কিপার হাফিজ বিন ফয়সাল ওরফে পিয়াস জানান, তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা।

তিনি বলেন, আমার অফিসের কেউ প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে অথবা বাইরের কেউ হয়রানি করতে দুদকের কাছে এসব অভিযোগ করেছে।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, এক বছরের বেশী সময় ধরে দুদক মামলাটি অনুসন্ধান করছে। অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দুদকের উপসহকারী পরিচালক মো. নাসরুল্লাহ হোসাইন গত এক বছরের ঔষধ ও চিকিৎসা উপকরণের প্রাপ্তি ও ক্রয়, সরবরাহ, বিতরণ বিষয়ক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরেজমিন দেখেছেন এবং বেশকিছু ফটোকপি করে নিয়েছেন।

তিনি বলেন, ঘটনাকাল ২০১৭ সাল। সে সময় সিভিল সার্জনের দায়িত্বে

ছিলেন ডা. রওশন আরা বেগম। তিনি এ ব্যাপারে ভাল বলতে পারবেন। তবে অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. রওশন আরা বেগমের মোবাইলে একাধিকবার রিং করার পরও তিনি রিসিভ করেননি। ফলে তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।